১৮ এপ্রিল, ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ধর্ষণের শিকার নারীর ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কর্তৃক 'দুই আঙ্গুলের পরীক্ষা' বা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' নিষিদ্ধ

গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও মাননীয় বিচারপতি জনাব এ, কে, এম, সাহিদুল হক-এর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ (রিট পিটিশন নং-১০৬৬৩/২০১৩) ধর্ষণের শিকার নারীর ক্ষেত্রে হাইকোর্ট ৮টি নির্দেশনা সহ 'দুই আঙ্গুলের পরীক্ষা' বা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' নিষিদ্ধ করে।

নির্দেশনা সমূহঃ

- দুই আঙ্গুলের পরীক্ষা অবৈজ্ঞানিক, অনির্ভরযোগ্য এবং অবৈধ, এ প্রেক্ষিতে ধর্ষণের শিকার নারীর পরীক্ষার ক্ষেত্রে দুই আঙ্গুলের পরীক্ষা নিষিদ্ধ।
- রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 'Health Response to Gender Based Violence- Protocol to Health Care Provider'-এই প্রোটকলটি সকল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, ফিজিশিয়ান যারা ধর্ষণের শিকার নারীর ডাক্তারী (মেডিকো-লিগ্যাল) পরীক্ষা করে, পুলিশ কর্মকর্তা যারা ধর্ষণের মামলার তদন্ত করেন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের মামলার সরকারী প্রসিকিউটর এবং আইনজীবীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।
- ডাক্তারগণ ধর্ষণের শিকার নারীর ডাক্তারী (মেডিকো-লিগ্যাল) পরীক্ষার সনদে ধর্ষণের বিষয়ে মতামত প্রদান করবে, কিন্তু কোনভাবেই অমর্যাদাকর শব্দ, যেমন- অভ্যাসগতভাবে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত (habituate in sexual intercourse) প্রয়োগ করতে পারবে না এবং ধর্ষণের শিকার নারীকে তার অতীতের যৌন সম্পর্ক সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেনা।
- ধর্ষণের শিকার নারীর যৌনাঙ্গে কোন গভীর ক্ষত পরীক্ষার জন্য গাইনি বিশেষজ্ঞ এর নিকট পাঠাতে হবে।
- কোন শিশু বা কিশোরী মেয়ের ক্ষেত্রে per speculum examination পরীক্ষা করা যাবে না, যদি না কোন বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন থাকে।
- Bio manual পরীক্ষা সাথে দুই আঙ্গুলের পরীক্ষার কোন সম্পর্ক নেই, এটি একটি গাইনি পরীক্ষা এবং ধর্ষণের শিকার নারীর ক্ষেত্রে এ পরীক্ষা করা যাবে না।
- ধর্ষণের শিকার নারীর ডাক্তারী (মেডিকো-লিগ্যাল) পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও সেবিকাদের নিয়োগ করতে হবে। এ পরীক্ষার সময়ে সুবিধা অনুযায়ী নারী পুলিশ, একজন নারী আত্মীয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সুবিধা অনুযায়ী একজন নারী ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে।
- কর্তব্যরত ডাক্তার এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার নারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করবে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল বিষয়টি নিশ্চিত করবে যে, আদালতে ধর্ষণের শিকার নারীর জিজ্ঞাসাবাদে তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে এমন কোন প্রশ্ন আইনজীবী করবেন না।

"টু ফিঙ্গার টেস্ট" চিকিৎসায় নিয়োজিত পেশাজীবীবর্গ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় আইনজীবীবৃন্দের সাথে সাথে সরকারী কর্মকর্তাগণের উদ্বেগের কারণ, কেননা কোন নারী বা মেয়ে ধর্ষণের বিষয়ে অভিযোগ করলে দেশেব্যাপী মেডিক্যাল কলেজগুলোতে চিকিৎসকদের মাধ্যমে এ টেস্টর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়, ক্ষেত্র বিশেষে ধর্ষণের শিকার নারী বা মেয়ের সম্মতি না নিয়ে এই অবৈজ্ঞানিক, ফরেনসিক মূল্যহীন পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়, যা তাদের আরও বেশি আতঙ্কের সম্মুখীন করে।

ঘটনায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ৩১ ও ৩২ ও ৩৫ (৫) এর লঙ্ঘণ বলে মামলার আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য যে ৮ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে ব্লাস্ট অন্য পাঁচটি মানবাধিকার সংগঠন (আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ব্র্যাক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, নারীপক্ষ) এবং দুইজন গবেষককে (ডঃ রুচিরা তাবাসসুম নাভেদ এবং

ডঃ মোবারক হোসেন খান) নিয়ে ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যা শিশুর ডাক্তারী (মেডিকো-লিগ্যাল) পরীক্ষার ক্ষেত্রে 'দুই আঙ্গুলের পরীক্ষা' বা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট'-এর মত অমানবিক পরীক্ষার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে; এবং ধর্ষণের অভিযোগকারী নারী ও মেয়েরদের মৌলিক চাহিদার সমতায়ন (অনুচ্ছেদ ২৭), আইন অনুসারে মূল্যায়ন (অনুচ্ছেদ ৩১), এবং নিষ্ঠুর, অমানুষিক ও লাঞ্ছনাকর দন্ড থেকে সুরক্ষা (অনুচ্ছেদ ৩৫(৫)) নিশ্চিত করতে জনস্বার্থে একটি রিট (রিট পিটিশন নং-১০৬৬৩/২০১৩) দায়ের করে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিগত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মামলাটির প্রাথমিক শুনানী শেষে মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার ও বিচারপতি মোঃ খুরশিদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুল জারী করেন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে ধর্ষণ বা যৌন সহিংসতার শিকার নারী বা মেয়েদের পরীক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল এর পুলিশ, চিকিৎসক এবং বিচারক দায়িত্ব ও ভূমিকার বিশদ খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের আদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে গত ২৫ মে, ২০১৪ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে, যে কমিটি "ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার নারী ও মেয়ে শিশুদের ডাক্তারি পরীক্ষা (মেডিক্যাল) দিক নির্দেশনা" নামক নীতিমালা প্রস্তুত করে, এবং ১২ আগস্ট, ২০১৫ সালে মন্ত্রণালয় নীতিমালাটি হলফনামাপূর্বক আদালতে প্রদান করে। বাদীর আবেদনের ভিত্তিতে ০৭ আগস্ট, ২০১৬ তে হাইকোর্ট বেঞ্চ একাধিক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞর উপস্থিতি ও মতামত প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদান করলে ১৬ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ আদালতে উপস্থিত হয়ে মৌখিক ভাবে বলেন, "টু ফিঙ্গার টেস্ট" বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়, যার দরকার নেই। ১৮ জুলাই, ২০১৭, ব্লাস্ট সম্পূরক হলফনামার সাথে লিখিত মতামত ও পর্যালোচনা প্রদান করে, যেখানে বিশেষজ্ঞরা ধর্ষণের শিকার নারী বা মেয়েদের পরীক্ষণের ক্ষেত্রে "টু ফিঙ্গার টেস্ট" কে অবৈজ্ঞানিক, অনিভ্রযোগ্য এবং অবৈধ বলে উলেণ্টখ করেন।

এরপর বিগত ১৬ আগস্ট ২০১৬ আদালতের একটি আদেশের মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়ে শুনানীর প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞগণ আদালতে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। আদালত এই 'দুই আঙ্গুলের পরীক্ষা' বা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ৯ জন বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী আয়শা খানম বলেন, *''ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষায় মহিলা পরিষদ দুই দশক ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছে। পরবর্তীতে ব্লাস্ট এবং আইন ও সালিস কেন্দ্র সহ বিভিন্ন সংগঠন আইনী লড়াই শুরু করেছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নারীর মানবাধিকার, নারীর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষায় এই রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এখন রায় কার্যকর করার বিষয়ে সবার সচেষ্ট হওয়া উচিত।"*

ড. ফস্টিনা পেরেরা, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী বলেন, *"দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই রায় যৌন নির্যাতনের শিকার এবং বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের এবং ফৌজদারি ও স্বাস্থ্য অধিকারকর্মীদের জন্য একটি বড় পরিত্রাণ হিসেবে কাজ করবে। আদালতের নির্দেশিকা এবং পরীক্ষা পদ্ধতিসমূহের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য এখন অনেক কাজ করতে হবে। যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মেডিকো-লিগ্যাল পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য এবং ইতিবাচক পরিবর্তন করা যাবে। সেই সাথে যৌন নির্যাতনের শিকার ও বেঁচে যাওয়াদের জন্য নিরাপত্তাপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করবে এবং তাদের ব্যাক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা সম্ভবপর হবে। নির্দেশিকাগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে এর সাথে সম্পৃক্ত ডাক্তার, আইনজীবী, সমাজকর্মী এবং অন্যান্য পেশাদারজীবীদের কাজের ক্ষেত্রে ও শুধুমাত্র ফরেনসিক বা চিকিৎসা পরীক্ষার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে, সেই সাথে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন আসবে।"*

রীতা দাস রায়, সদস্য নারীপক্ষ বলেন, *"আমরা অনেক ভালো নির্দেশনা পেয়েছি কিন্তু সেবা প্রদানকারী বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমুহ এ নির্দেশনা যথাযথ প্রয়োগ না করা পর্যন্ত আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এ যুগান্তকারী নির্দেশনা এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য পরিবিক্ষণ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি"*

রুমা সুলতানা, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বলেন. *"টু ফিঙ্গার টেস্ট নিষিদ্ধ ঘোষনা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়কে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সাধুবাদ জানায়। টু ফিঙ্গার টেষট ধর্ষণের শিকার নারীর মানবাধিকার লংঘন, এর মাধ্যমে নারীকে অপমান ও মধ্যযুগীয় কায়দায় অবমাননা করা হয়। নারীকে এই অপমানজনক পরিস্থিতি হতে রেহাই দেওয়ার ক্ষেত্রে এই রায় একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। যত দ্রুত সম্ভব এই রায়ের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আশা করি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তিন মাসের মধ্যে ধর্ষণের পরীক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রনযন করে এই রায়ের বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করবে । তাছাড়াও এই রায় বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বিচারিক আদালতকে সক্রিয় ভুমিকা পালন করতে হবে ।"*

ড. রুচিরা তাবাস্‌সুম নাভেদ, আইসিডিডিআর,বি বলেন, *"এটা অনেক বড় অর্জন, তবে সামনে আরো অনেক কাজ রয়েছে। সেগুলো যেন সবাই মিলে করতে পারি সেটাই হোক কামনা"*

ড. মোবারক হোসেন খান, পরিচালক, প্রোগ্রাম সাপোর্ট, মেরি স্টোপস বাংলাদেশ বলেন, *"'টু ফিঙ্গার টেস্ট' বা 'দুই আঙ্‌গুলী পরীক্ষা' ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর জন্য একটি অপ্রয়োজনীয় ও অবমাননামূলক পরীক্ষা, যা অনেক আগেই বর্জন করা উচিত ছিল। কারণ ধর্ষণ প্রমানের ক্ষেত্রে, সম্মতি ছিল না জোরপূর্বক করা হয়েছে সেটাই প্রশ্ন হওয়া উচিত। ধর্ষণের শিকার ব্যক্তি যৌনকর্মে অভ্যস্ত না অনভ্যস্ত সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে অমূলক। তাহলে এ পরীক্ষা কেন করা হবে? তাছাড়া এটি আদৌ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না। আমি এখন চিন্তামূক্ত হলাম যে বাংলাদেশী নারীদের আর এই অবমাননামূলক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবেনা। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় বিচারকগণকে এবং আমাদের সকল সহযোদ্ধাদের যারা এ বিষয়টি নিয়ে লড়াই করেছে এবং সবশেষে জয়লাভ করেছে। অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলাদেশের নারীদের।"*

আবেদনকারীর পক্ষে মামলাটিতে ছিলেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন। তার সাথে ছিলেন এডভোকেট মাসুদা রেহানা রোজী এবং আইনুন্নাহার লিপি। সহযোগী হিসেবে উপস্থিত এডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান এবং এডভোকেট শারমিন আক্তার। রাষ্ট্র পক্ষে ছিলেন ডি.এ.জি এ এস এম নাজমুল হক।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ- পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ইমেইল- mahbuba@blast.org.bd

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

- ব্যারিস্টার সারা হোসেন, এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ sarahossain@gmail.com
- এডভোকেট শারমিন আক্তার, সিনিয়র স্টাফ ল'য়ার ব্লাস্ট এবং এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ [ফোন : ০১৯৫৫২৮৪০৯৪ ইমেইল : sharmin1@blast.org.bd]
- এডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান, এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ [ফোন: ০১৯১৪১২৯৮৫৬, ইমেইল obaid.rahman67@gmail.com]